৭ম পাঠ

ঈশ্বর অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটান।

"যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও"
মথি ৬ : ১১ পদ।

"আমাদের দাও।" আমরা সাধারণতঃ যেভাবে প্রার্থনা করি এখন অনেকটা তেমনি শোনাচ্ছে। আমাদের খাবার দাও! আমাকে একটা থাকবার ঘর দাও! আমাকে একটা চাকরী দাও! আমাকে পয়সা দাও। শুধু আমাকে দাও, দাও, আর দাও. কতক লোক এই রকম প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই জানেনা। আসলে কোন কিছুর দরকার না হলে তারা প্রার্থনা-ই করে না। তাদের প্রার্থনা হোল কেবলই "আমাকে দাও!"

এটা খুবই লজ্জার বিষয়। তারা মনে করে যে, তারা যা চায় তা দেওয়াই ঈশ্বরের কাজ। তারা ঈশ্বরকে একটা গুদাম বা গোলাঘর মনে করে। যখন তাদের কোন কিছুর দরকার হয় কেবল মাত্র তখনই তারা ঈশ্বরের কাছে যায়।

ঈশ্বর নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি আমাদের সকল অভাব পূরণ করবেন। তাঁর কাছে সকলের প্রয়োজনীয় খাবার আছে। তিনি চান যেন শুধু পাবার জন্য নয়, কিন্তু ভালবাসি বলেই যেন অন্তর দিয়ে তাঁকে খুঁজি।

আপনি দেখতেই পাচ্ছেন ঈশ্বর এমন কিছু চান যা কেবল আমরাই তাঁকে দিতে পারি। তিনি আমাদের ভালবাসা, আমাদের উপাসনা চান। যারা অন্তর দিয়ে তাঁকে খোঁজে তিনি তাদের ফিরিয়ে দেন না (অর্থাৎ তাদের পুরস্কৃত করেন) (ইব্রীয় ১১ : ৬ পদ)।

পাঠের খসড়া

প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান

ব্যাক্তি স্বার্থে ঈশ্বরকে ব্যবহার
অবিশ্বাসীদের স্বার্থপর আকাংখা
বিশ্বাসীদের নিঃস্বার্থ আকাংখা

ধন সম্পত্তির সদ্ব্যবহার
বিশ্বাসের পরিমাণ
আর্শিবাদের একটি পথ

দশমাংশ ও ধনাধ্যক্ষতা
নিয়ম অনুসারে
প্রেম সহকারে

... ...

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* আমাদের প্রয়োজন মেটানোর সাথে প্রার্থনা ও উপাসনার সম্পর্ক কি তা বুঝতে পারবেন।
* "দান করবার দানটি" ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

* "দান করবার দানটির" ফলে যে সকল দায়িত্ব পালনে সুবিধা হয় এবং সেবার কাজে যে সকল উপকার পাওয়া যায় সেগুলি চিনতে পারবেন।
* মানুষ যে বিভিন্ন কারনে দান করে সেগুলি তুলনা করতে পারবেন এবং আপনি নিজে কি জন্য দান করেন তা-ও পরীক্ষা করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১) এই পাঠে যে ছবিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রথম দুইটি লক্ষ্য করুন এবং ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

২) ১ করিন্থীয় ৯ঃ১৪ পদ পড়ুন। প্রেরিত পৌল এখানে যে "বিধান' বা "আদেশের" কথা বলেছেন সেটি ব্যাখ্যা করুন। এছাড়া গণণা ১৮ঃ২১-২৪ পদ এবং লেবীয় ২৯ঃ৩০ পদ পড়ুন।

৩) আপনি যদি "দান করবার দানটি "পেতে চান তবে কবে বড়লোক হবেন সেজন্য বসে না থেকে আপনার যা আছে তার থেকেই গরীব লোকদের দিতে শুরু করেন।

৪) প্রতিবার খাবার সময় প্রার্থনা করুন, এবং ঐ খাবারের প্রতি ঈশ্বরের আশির্বাদ যাঞ্চা করুন।

৫) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি অংশ পড়ুন। পাঠের মধ্যে যেসব প্রশ্ন আছে সেগুলির উত্তর লিখুন। পাঠ শেষ করে পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

... ...

মূল শব্দাবলী

গুরুত্ব	ব্যক্তিস্বার্থ	ধনাধ্যক্ষ	নিদর্শন	ব্যতিব্যস্ত
ঐশ্বরিক	নিঃস্বার্থ	ধনাধ্যক্ষতা	অনুনয়।	দ্রব্যাদি
			তত্ত্বাবধান	

... ...

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান

লক্ষ্য-১ঃ ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রথম স্থান দিলে কিভাবে আমাদের "অর্থনৈতিক" প্রয়োজন মিটে যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

এই পাঠেও পরবর্তি তিনটি পাঠে মানুষের প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যীশু খাবার, ক্ষমা, পরীক্ষা এবং মুক্তি এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পাঠে আমরা খাবারের বা "অর্থনৈতিক" প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করবো। "অর্থনৈতিক প্রয়োজন" মানে বেচেঁ থাকার জন্য আমাদের যা কিছু দরকার অর্থাৎ খাবার, কাপড়-চোপড়, শিক্ষা, ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। আমরা যদি অন্য সমস্ত বিষয়ের চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বেশী চেষ্টা করি, তবে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিও তিনি দেবেন এটাই আমরা দেখতে চাই।

১) এই পাঠে 'অর্থনৈতিক প্রয়োজন'' কথাটির মানে কি?

... ...

ঈশ্বর আমাদের অভাবের কথা চিন্তা করেন। আমরা প্রার্থনা করলে তিনি শোনেন। "ঈশ্বরের উপর আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, তাঁর ইচ্ছামত যদি আমরা কিছু চাই, তবে তিনি আমাদের কথা শোনেন" (১ যোহন ৫ঃ ১৪ পদ) তাই "প্রভু যদি ইচ্ছা করেন" (যাকোব ৪ঃ ১৫ পদ) এই কথাটি যোগ করে আমরা "যে কোন কিছুর" জন্য প্রার্থনা করতে পারি। "কোন বিষয়" চাওয়া দোষের নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা নেই জেনেও আমরা যদি সেই বিষয় বারবার চাই তবে সেটাই দোষের।

কখন "কোন কিছু চাওয়া" দোষের?

... ...

আমরা যখন 'কোন বিষয়" চাই তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে-
* ঈশ্বর যেন আমাদের যত্ন নেন সেজন্য তার কাছে প্রার্থনা কর-

বার দরকার নেই। ঈশ্বর প্রেম। আমরা নিজেদের জন্য যত ভাবি তিনি আমাদের জন্য তার চেয়েও বেশী ভাবেন। তিনি সর্বদাই আমাদের সাহায্য করতে চান।

* আমাদের প্রার্থনার বিষয়গুলি তার অজানা নয়। আমাদের কি কি দরকার তা আমরা চাওয়ার আগেই তিনি জানেন। যীশু বলেছেন আমরা যেন প্রার্থনার সময় "অর্থহীন কথা" বার বার না বলি (মথি ৬ঃ৭ পদ)।

* ঈশ্বর যে কোন প্রার্থনার উত্তর দিতে সক্ষম। ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য বলে কিছুই নেই।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, "কিন্তু আমাদের জন্য যদি ঈশ্বর আমাদের নিজদের চেয়েও বেশী চিন্তা করেন, আমরা চাওয়ার আগেই যদি তিনি সব জানেন, আর তাঁর তো উত্তর দেবার পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাহলে আমাদের প্রার্থনার কি দরকার? আমরা না চাইলেও তো ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি দিতে পারেন?"

এর উত্তরটি ঈশ্বরের পরিকল্পনার বড় আশ্চর্য বিষয়গুলির একটি। ঈশ্বর যা কিছুই করেন সব কিছুই তিনি মানুষের সাথে করতে চান। মানুষ যদি সাহায্য পেতে না চায় তাহলে তাকে সাহায্য করা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। এই জন্যই আমাদের প্রার্থনা করা এবং বিশ্বাস রাখা দরকার, আর এইভাবেই আমরা ঈশ্বরকে কাজ করবার সুযোগ দেই। যখন আমরা আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করি তখন তিনি আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন।

৩) "কোন বিষয়ের" জন্য প্রার্থনা করবার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে-

ক) ঈশ্বর আমাদের "প্রয়োজন" নিয়ে চিন্তা করেন না।

খ) আমরা চাওয়ার আগেই ঈশ্বর জানেন আমাদের কি প্রয়োজন।

গ) আমরা না চাইলেও ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি দেবেন।

প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি চাওয়া প্রার্থনার খুব ছোট একটা অংশ। প্রার্থনার প্রথমে ঈশ্বরের প্রশংসা ও উপাসনা করতে হবে, এবং তাকে

ধন্যবাদ দিতে হবে। তারনাম তাঁর রাজ্য এবং তাঁর ইচ্ছা সর্বদা প্রথম স্থান পাবে। যীশুও এইভাবেই প্রার্থনা করতেন।

তিনি প্রয়োজনীয় "জিনিষগুলি" চাওয়ার জন্য বেশী সময় নিতেন না। তিনি যখন চাইতেন তখন ছোট করে, সহজভাবে প্রার্থনা করতেন। কোন কিছুর জন্য তিনি ঈশ্বরকে অনুনয় করেন নি কারণ তিনি জানতেন যে প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করলে ঐ বিষয়গুলিও তাঁকে দেওয়া হবে।

ব্যক্তিস্বার্থে ঈশ্বরকে ব্যবহার

আসুন আমরা যা শিখেছি "আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির" জন্য তা ব্যবহার করি। আমরা যদি সমস্ত বিষয়ের প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করি তবে আমাদের এই প্রয়োজন গুলিও মেটানো হবে। কিন্তু আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা প্রয়োজনীয় বিষয় পাওয়ার একটা "উপায়" হিসাবে ঈশ্বরের রাজ্যের চেষ্টা না করি।

কতক লোকে বলে, "তুমি যদি জীবনে ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দেও, তবে তুমি ভাল চাক্‌রী পাবে।" "তুমি যদি তোমার আয়ের দশ-মাংশ প্রভুকে দেও তবে তুমি ধনী হতে পারবে।" অথবা, "তুমি যদি বেশী প্রার্থনা কর তবে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে।" এই ধরনের কথার মধ্যে কি কোন ভুল আছে? হ্যাঁ, এই রকম কথার মধ্যে কিছু ভুল আছে বৈকি। ভুলগুলি কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি আপনার প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পাবার জন্য ঈশ্বরকে "ব্যবহার" করেছেন। আপনি ঈশ্বরকে চাচ্ছেন না, আপনি চাচ্ছেন চাকরী,, ধন-সম্পত্তি, অথবা সাফল্য। নিজের ভরণ পোষ-নের একটা উপায় হিসাবে আপনি ঈশ্বরকে ব্যবহার করছেন।

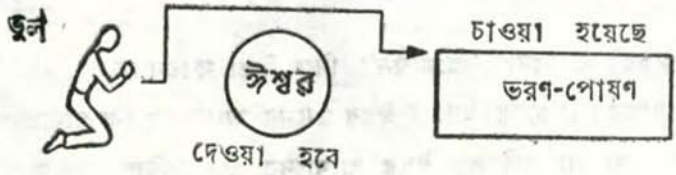

৪) উপরে ছবিতে যে লোক প্রার্থনা করছে, তার প্রার্থনায় কি ভুল আছে বলুন।... ... ...

... ...

যীশু লোকদের খাওয়ালে পর তারা তাঁর পিছন পিছন চলতে লাগল। তিনি তাদের বললেন, "আপনারা আশ্চর্য কাজ দেখেছেন বলেই যে আমার খোঁজ করছেন তা নয়, বরং পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন" (যোহন ৬ ঃ ২৬ পদ)। পরে তিনি বলেছেন, "আমিই সেই জীবন-রুটি যে আমার কাছে আসে তার কখনও ক্ষিদে পাবে না" (যোহন ৬ ঃ ৩৫ পদ)। শেষে যোহন ৬ ঃ ৬৬ পদে বলা হয়েছে, "শিষ্যদের মধ্যে অনেকে ফিরে গেল এবং তাঁর সংগে চলাফেরা বন্ধ করে দিল" যীশু চেয়েছিলেন যেন লোকেরা তাঁর খোঁজ করে বা তাঁকে চায় কিন্তু তারা কেবল রুটির খোঁজ করছিল।

৫) যোহন ৬ ঃ ২৬-৬৬ পদ পড়ুন। লোকেরা যীশুকে ছেড়ে গিয়েছিল কেন ?··· ··· ··· ··· ···

··· ··· ··· ··· ··· ···

অবিশ্বাসীদের স্বার্থপর আকাংখা

ঈশ্বরের সন্তানদের অবিশ্বাসীদের মত স্বার্থ চিন্তা থাকা উচিত না। যীশু বলেছেন, "মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচেনা" (মথি ৪ ঃ ৪ পদ)। একথা যীশু বলেছিলেন শয়তানকে, যে তাঁকে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পাথর থেকে রুটি তৈরী করতে বলেছিল। আমাদের এই জীবন খাওয়া-পরা বা চাকরীর চেয়েও বড়। এই জন্যই যীশু মূল্যবান জিনিষগুলির জন্যই আমাদেরকে প্রার্থনা করতে বলেছেন।

তিনি বলেছেন, "এই পৃথিবীতে তোমরা নিজেদের জন্য ধন-সম্পত্তি জমা কোরনা" (মথি ৬ ঃ ১৯ পদ)।

"ঈশ্বর এবং ধন-সম্পত্তি এই দু'য়েরই সেবা তোমরা করতে পার না" (মথি ৬ ঃ ২৪ পদ)। আরো বলেছেন, "এই জন্য আমি তোমাদের বলছি, কি খাবে বলে বেচেঁ থাকবার বিষয়ে.....চিন্তা কোরনা" (মথি ৬ ঃ ২৫ পদ)।

মথি ৬ ঃ ৩১-৩৩ পদে যীশুর কথাগুলি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেয়।

তিনি বলেছেন "এই জন্য 'কি খাব' বা 'কি পরব' বলে চিন্তা কোরনা। অযিহুদীরাই এই সব বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়;..... কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও।"

৬) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে (√) চিহ্ন দিন।

ক) মানুষ একই সময়ে ঈশ্বর এবং ধন-সম্পত্তির এই দুইয়ের সেবা করতে পারে না।

খ) মানুষের উচিত এই পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন-সম্পত্তি জমা করে রাখা।

গ) কি খাব বলে বেঁচে থাকবার বিষয়ে মানুষের দুশ্চিন্তা করা উচিত না।

ঘ) কোন লোক তার খাবারের বিষয়ে চিন্তা করলে সে অবিশ্বাসী।

বিশ্বাসীদের নিঃস্বার্থ আকাংখা

যীশু আরো বলেছেন, 'কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়েও তাঁর ইচ্ছা মত চলবার জন্য ব্যস্ত হও (বা চেষ্টা কর)। তাহলে ঐ সব জিনিষও তোমরা পাবে।" (মথি ৬ : ৩৩ পদ)।

লক্ষ্য করুন! বিশ্বাসী ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করে। খাবার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি তাকে যোগানো হয়। এ ঠিক এই রকম :

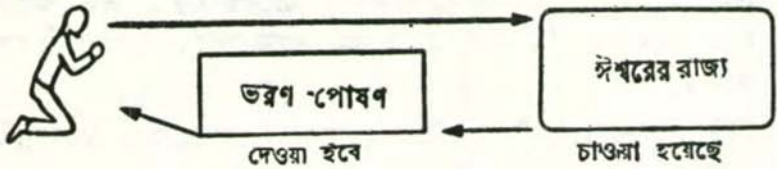

এই কথাগুলি শুনতে খুব ভালই লাগে। কিন্তু এগুলো সত্য সত্যই কাজে আসবে তো? যে লোক সব কিছুর প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের চেষ্টা করে তাকে কি তার ভরণ-পোষণ যোগানো হবে? তাকে কি তার খাওয়া-পরার চিন্তা করতে হবে না? পরিবারের দেখাশোনা ও এর ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের। এজন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা আয় করা বা ভবিষ্যতের জন্য তা জমানো কি অন্যায়? সাংসারিক বিষয় চিন্তা করার কোন প্রয়োজনই কি আমাদের নেই?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। আপনার কিসের অভাব, কি দরকার তা নিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করেন। তিনি আপনার যত্ন নেন। ঈশ্বর প্রেম তাই তিনি আমাদের যেরকম যত্ন করেন কোন মানুষই সে রকম যত্ন করতে পারে না। কিন্তু তিনি চান যেন আপনিও যত্ন নেন। আপনি নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ যোগান। আপনার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের ভালবাসেন ও তাদের দেখা শোনা করেন। আসলে আমাদের যত্ন নেন বলেই তিনি আমাদের সঠিকভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। তিনি যে ভাবে আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। সেইভাবে প্রার্থনা করলে আমাদের এই প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিও যোগানো হবে।

রোমীয় ১৪ঃ ১৭-১৯ পদ, যীশুর শিক্ষা আরো ভালভাবে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। প্রেরিত পৌল বলেন, "ঈশ্বরের রাজ্যে খাওয়া-দাওয়া বড় কথা নয়, বড় কথা হল, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সৎ পথে চলা আর শান্তি ও আনন্দ। যে এইভাবে খ্রীষ্টের সেবা করে ঈশ্বর তার উপর সন্তুষ্ট হন লোকেও তাকে ভাল মনে করে। এই জন্য যা করলে শান্তি হয় এবং যার দ্বারা একে অন্যকে গড়ে তোলা যায়, এস, আমরা তারই চেষ্টা করি।"

৭) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের রাজ্যে খাওয়া-দাওয়া বড় কথা নয়।
খ) ঈশ্বরের রাজ্য হোল প্রেম।
গ) যা করলে শান্তি হয় তার চেষ্টা করতে।

প্রভু যীশু এবং প্রেরিত পৌল দুজনেই শিক্ষা দিয়েছেন যে সব কিছুর প্রথমে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান "জিনিষগুলির" জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি তা করি তবে অন্য জিনিষগুলিও ঈশ্বর আমাদের যোগাবেন।

আমরা যদি ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করি, তবে আমাদের খাবারের ব্যবস্থাও হবে। ঈশ্বরই সেই ব্যবস্থা করবেন। কথাটা শুনতে বোকার মত এবং খুবই সহজ মনে হয়, তাই না? এটা আসলে

বোকার মত কথা নয়, কিন্তু যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে সত্যই এই বিষয় আপনার কাছে সহজ বলে মনে হবে।

যারা "অন্য সব জিনিষের' পিছনে দৌড়ায় তারা কখনোই তৃপ্তি লাভ করে না। তাদের অভাব কখনো মেটে না। তারা কুয়ার ধারের স্ত্রীলোকটির মত, যাকে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য প্রতিদিন জল তুলতে হত। যীশু বলেছেন "আমি যে জল দেব, যে তা খাবে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না' (যোহন ৪ ঃ ১৪ পদ)। প্রভু যীশু এখানে খাওয়া পরায় ব্যতিব্যস্ত জীবনের চেয়ে উন্নত একটি জীবন আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছেন।

যারা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করে তাদের "প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ঈশ্বর যুগিয়ে দেবেন বলেছেন। ঈশ্বরের রাজ্যের বিশ্বাস হোল' 'প্রতিদিনের বিশ্বাস! আমরা তাই প্রার্থনা করি, যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও'

(মথি ৬ ঃ ১১ পদ)।

ধন-সম্পত্তির সদ্ব্যবহার

লক্ষ্য-২ ঃ "দান করবার দানটির মানে বলতে পারা।
লক্ষ্য-৩ ঃ ঈশ্বর কি প্রকার লোকদের "দান করবার দানটি দেন তা বর্ণণা করতে পারা।

বিশ্বাসের পরিমাণ

রোমীয় ১২ ঃ ১৩ পদ ঈশ্বর আমাদের " যে পরিমাণ বিশ্বাস দিয়েছেন সেই অনুযায়ী নিজেদের বিচার করতে বলে। বিশ্বাসীরা যেন ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নিজের অংশ সম্পূর্ণ করতে পারেন, সেই জন্য তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশ্বাস পেয়েছেন। কাউকে বেশী

বিশ্বাস কাউকে কম বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কোন কোন দান ব্যবহারের জন্য, অন্য দানগুলির চেয়ে বেশী বিশ্বাস দরকার হয়।

৮) প্রতিটি সত্য উক্তির বাম পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।
ক) ঈশ্বর সকলকে একই রকম বিশ্বাস দেন।
খ) সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশ্বাস লাভ করে।
গ) কোন কোন দান ব্যবহারের জন্য, অন্য দানগুলির চেয়ে বেশী বিশ্বাস দরকার হয়।

ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, "তোমরা সবচেয়ে দরকারী দানগুলো পাবার জন্য আগ্রহী হও (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৩৯ পদ)। দরকারী দানগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করবার জন্য অনেক প্রার্থনার প্রয়োজন। কোন কোন দান মানুষকে অহংকারী করে তোলে। এই জন্যই ঈশ্বর পৌলকে একটা কষ্টদায়ক রোগ দিয়েছিলেন। অনেক কিছু আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি যেন অহংকারী না হই, "(২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৭ পদ)।

এখন আমরা ঈশ্বরের দেওয়া একটি দান নিয়ে আলোচনা করব, যে দানটি অনেক সময় আমাদের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাড়ায়। এই দানটি হোল "দান করবার দান (রোমীয় ১২ ঃ ৮ পদ)। কেবল অল্প কয়েকজনকে এই দানটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? আসুন আমরা আলোচনা করি।

৯) দরকারী দানগুলোর জন্য অনেক প্রার্থনা প্রয়োজন কেন?

... ...

আশীর্ব্বাদের একটি পথ

আমাদের প্রভু ধনীদের সম্পর্কে কিছু কঠিন কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ধনী লোকের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকার চেয়ে বরং সুচের ফুটা দিয়ে উটের ঢোকা সহজ। (মথি ১৯ ঃ ২৪ পদ)। এগুলি কঠিন কথা তাতে সন্দেহ নাই।

যাকোব ৫ : ১-৬ পদে আমরা এমন ধনীলোকদের কথা পড়ি, যারা তাদের মজুরদের মজুরী না দিয়ে ধনী হয়েছে। মজুরদের ঠকিয়ে ধনী হবার পর তারা ধন-সম্পত্তি জমা করে রেখেছে, কোন সৎকাজেই তারা তা ব্যবহার করেনি। "তোমাদের সোনা ও রূপাতে মরচে ধরেছে, আর সেই মরচে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং আগুণের মত করে তোমাদের মাংস খেয়ে ফেলবে। এই শেষ দিনগুলোতে তোমরা ধন-সম্পত্তি জমা করেছে।

এই লোকদের ধনী হওয়াটা পাপ ছিল না। তাদের পাপ ছিল অন্য লোকদের ঠকিয়ে ধনী হওয়া। অন্যদের কথা না ভেবে কেবল নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য তা ব্যবহার করা, এবং সৎকাজে তাদের ধন ব্যবহার না করা-ই ছিল তাদের পাপ।

১০) ধনী হওয়া কি পাপ? ব্যাখ্যা করুন।

... ...

ধনী হয়ে স্বার্থপর জীবন-যাপনকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, এমন লোক খুব কম আছে। কিন্তু যারা ধনী হতে চায় তারা নানা পরীক্ষায় ও ফাঁদে পড়ে, আর এমন সব বাজে ও অনিষ্টকর ইচ্ছা তাদের মনে জাগে যা লোকদের ধ্বংস ও সর্বনাশের তলায় ডুবিয়ে দেয়। (১ তীমথিয় ৬ : ৯ পদ)।

এই জন্য ঈশ্বর বেশীর ভাগ লোককে তাদের যে সব 'জিনিষের অভাব আছে কেবল মাত্র সেগুলিই দেন। কারণ বেশী দিলে তারা শুধুই পেতে চায় আর ঈশ্বরের রাজ্যের কথা ভুলে যায়।

তাঁর রাজ্যের জন্য ধন-সম্পত্তি ব্যবহার করবার ব্যাপারে ঈশ্বর যাদের উপর নির্ভর করতে পারেন, এমন বিশ্বাসী খুব কমই আছেন। এই বিশ্বাসীদেরই তিনি দান করবার দানটি দেন। এই দানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটি সঠিক পথে ব্যবহার করবার জন্য অনেক প্রার্থনার দরকার।

কিছু ঈশ্বরভক্ত লোক আছেন যারা টাকা আয় করতে জানেন। তারা যদি সব কিছুর প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করেন, তবে ঈশ্বর তাদের ব্যবসাকে আশীর্বাদ করবেন। এই খ্রীষ্টভক্ত লোকেরা যাকোব ৫ : ১-৬ পদের ধনী লোকদের মত ভুল করেন না। তারা ধন-সম্পত্তি লাভের জন্য কাউকে ঠকান না, তারা ধন-সম্পত্তি জমা করে রাখেন না, আর কেবল নিজেদের সুখ-সুবিধা ও আরাম আয়েশের জন্য ব্যবহার করেন না। তারা নিজেদের ঈশ্বরের দাস মনে করেন; তারা মনে করেন যে ঈশ্বর তাদের ধন সম্পত্তি দিয়েছেন যেন তাঁর রাজ্যের জন্য তা ব্যবহৃত হয়। যে লোকদের এই দানটি আছে, তারাই ঈশ্বরের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা যোগান। একটা নল বা পাইপ যেমন জল প্রবাহে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি যেন তারা। তারা হলেন আশীর্বাদের একটি পথ।

১১) তার ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে একজন ধনীলোকের কি মনোভাব থাকা উচিত?

... ...

যে লোকদের "দান করবার দানটি" আছে, তারা ধন-সম্পত্তি নিজেদের জন্য জমা করে রাখে না। তাদের মাধ্যমে ঐ ধন-সম্পত্তি ঈশ্বরের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

আমাদের জানা দরকার যে, ধনীদের বেলায় যে নিয়ম, গরীবদের বেলায়ও সেই একই নিয়ম। যে গরীব লোক অন্যদের ঠকিয়ে টাকা আয় করে, আর যে ধনীলোক অন্যদের ঠকিয়ে টাকা আয় করে, তাদের মধ্যে কোনই তফাৎ নেই। তারা দু'জনই সমান ভাবে দোষী। ধনী হোক আর গরীব হোক তাতে কিছু আসে যায়না, গরীব যদি তার পয়সাটি স্বার্থপর ভাবে ব্যবহার করে, তবে তা ধনীর ধন-সম্পত্তি স্বার্থপরভাবে ব্যবহার করবার মতই খারাপ। আপনি কত টাকা দেন সেটাই বড় কথা নয়, কিন্তু কি রকম মন নিয়ে দান করেন এবং আপনার দান করবার ইচ্ছা কিরূপ সেটাই বড় কথা। যে গরীব বিধবাটি মাত্র দুইটি পয়সা দান করেছিল, সে তার যা ছিল সবই দিয়েছিল (মার্ক ১২ : ৪২-

৪৪ পদ)। যীশু বলেছিলেন, সেই গরীব বিধবাটি ধনী লোকদের চেয়েও বেশী দান করেছিল। কেন? কারণ ধনীরা তাদের প্রচুর ধন-সম্পত্তির কিছুটা অংশ দান করেছিল। কিন্তু বিধবা স্ত্রীলোকটি ছিল খুবই গরীব। তার যা ছিল সবই সে দিয়েছিল।

বিধবা স্ত্রীলোকটি তার সব কিছু দিয়ে দিয়েছিল। এটাই হোল "দান করবার দানটির" আসল বিষয়। আমরা যখন খ্রীষ্টকে আমাদের জীবনের প্রভু করে নেই তখনই আমাদের পক্ষে দান করা সহজ হয়। তখন আমরা তাঁরই আদেশ মত দান করি।

টাকা-পয়সা কম অথবা বেশী হোক, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তা ব্যবহার করবে বলে যাদের উপর নির্ভর করা যায়, ঈশ্বর সেই রকম লোকদেরই খোঁজ করেন। তাদের তিনি "দান করবার দানটি" দেন।

১২) দান করবার আসল বিষয়টি কি?··· ··· ···

··· ··· ··· ··· ··· ···

দশমাংশ ও ধনাধ্যক্ষতা

লক্ষ্য-৪ঃ দশমাংশ দেওয়া এবং ধনাধ্যক্ষতার মধ্য দিয়ে কিভাবে উপাসনা করতে হয় তা বুঝিয়ে বলতে পারা।

টাকা পয়সার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা থেকে সমস্ত মন্দতা আসে। কিন্তু তাই বলে টাকা পয়সা মন্দ জিনিষ নয়, এর দ্বারা আমরা অনেক সৎকাজ করতে পারি আমরা কিভাবে টাকা পয়সা ব্যবহার করি তার থেকেই বোঝা যায়-আমাদের জীবনে প্রথম বিষয় কি এবং আমাদের আত্মিক জীবন কিরূপ।

১৩) ১ তীমথিয় ৬ঃ ১০ পদ পড়ুন। সব রকম মন্দতা কোথা থেকে আসে?··· ··· ··· ··· ···

··· ··· ··· ··· ···

নিয়ম অনুসারে

প্রত্যেক বিশ্বাসীকে তার আয়ের দশভাগের একভাগ বা দশমাংশ ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিজন্য একজন বিশ্বাসীকে দশমাংশ দিতে হবে? বাইবেল দশমাংশ দিতে বলে, এই জন্য কি তাকে দশমাংশ দিতে হবে? দশমাংশ দেওয়া মণ্ডলীর নিয়ম বলেই কি সে দশমাংশ দেবে? বিশ্বাসীরা দশমাংশ দেবেন কেন? কিসের দ্বারা চালিত হয়ে তারা এই কাজ করবেন? দশমাংশ দেওয়া একঅর্থে ঈশ্বরের-ই উপাসনা। আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি বলে, তিনি আমাদের যা কিছু দিয়েছেন সে সকলের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে চাই, এই জন্যই আমরা ঈশ্বরকে দশমাংশ দেই। দেওয়া (দান করা) হোল আসলে উপাসনা, আবার উপাসনা মানেই দান করা বা দেওয়া। উপাসনা কেবল মুখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা দেওয়া-ই নয়। আমাদের টাকা পয়সা দেওয়াও উপাসনা।

১৪) একজন বিশ্বাসী তার আয়ের দশমাংশ ঈশ্বরকে দেবেন, কারণ-

ক) এটি একটি আইন।
খ) এর ফলে তিনি আরো বড়লোক হবেন।
গ) তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন।
ঘ) এই কাজ না করলে তার সম্মান থাকবে না।

কতক লোকে দশমাংশ দেয় কারণ বাইবেল তা দিতে বলে। একথা, ঠিকই, বাইবেল আমাদের দশমাংশ দিতে বলে।

অব্রাহাম মলকীষেদককে দশমাংশ দিয়েছিলেন। এই মলকীষেদক ছিলেন খ্রীষ্টের প্রতীক (আদি ১৪ : ২০)।

মোশির আইন বা ব্যবস্থা দেওয়ার আগেই যাকোব দশমাংশ দিয়েছেন (আদি ২৮ : ২২ পদ)।

মালাখী ভাববাদী বলেছেন, যে লোক দশমাংশ দেয় না সে ঈশ্বরকে ঠকায় (মালাখি ৩ঃ৮ পদ)।

১৫) বাইবেল বলে যে,

ক) অব্রাহাম খ্রীষ্টকে দশমাংশ দিয়েছিলেন।

খ) আইন বা ব্যবস্থা দেওয়ার আগেই যাকোব দশমাংশ দিয়েছেন।

গ) মোশি সর্ব প্রথম দশমাংশ দিয়েছেন।

যীশু বলেছেন, "ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের ধার্ম্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশী কিছু না থাকে, তবে তোমরা কোন মতেই স্বর্গ-রাজ্যে ঢুকতে পারবে না" (মথি ৫ঃ২০ পদ)।

ফরীশীরা দশমাংশ দিত। আমাদের কিন্তু তাদের চেয়েও বেশী ধার্ম্মিক হতে হবে। আইন ছিল বলেই তারা দশমাংশ দিত। কিন্তু যদি তা না থাকত তবে তারা কখনই দশমাংশ দিত না। ফরীশীরা দশমাংশ দিত, কিন্তু তারা নিজেদের ইচ্ছায় দিত না। তারা কেবল আইন পালন করবার জন্য দিত। তাদের এই মনোভাব ঠিক ছিল না।

আজকের দিনের অনেক খ্রীষ্টিয়ানরা ফরীশীদের মত। তারা কেবল আশীবাদ পাবার জন্য দশমাংশ দেয় কিন্তু যিনি আশীর্বাদ দেন তার কথা ভাবে না। তারা নিজেদের "উদ্দেশ্য" হাসিলের 'উপায়' হিসাবে ঈশ্বরকে ব্যবহার করে। দশমাংশ দেওয়ার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা তারা জানে। আর তাই তারা তাদের আয়ের দশভাগের একভাগ ঈশ্বরকে দেয় যেন ঈশ্বর তাদের ধনী করেন। ঈশ্বর সব সময় তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেন, তাই তিনি তাদের আশীবাদও করেন। কিন্তু এভাবে না করে নিঃস্বার্থভাবে দান করলে যে প্রচুর আশীবাদ পাওয়া যায়, তারা তা পায়না।

১৬) বিশ্বাসীরা ফরীশীদের চেয়ে বেশী ধার্ম্মিক হতে পারে যদি তারা-

ক) মানুষকে দেখানোর জন্য দান করে।

খ) ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে দান করে।

গ) পুরস্কার পাবার আশায় দান করে।

প্রেম সহকারে

অনেক লোকই দশমাংশ দেয় কিন্তু আসলে ঈশ্বরের উপাসনা করে না কিন্তু যখন কোন লোক প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে তখন সে তার দশমাংশ দেয়। বিশ্বাসীর উপাসনা দশমাংশের চেয়েও বেশী। আসলে কোন একজন লোক যখন ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করে, তখন সে নিজেকে এবং তার সব কিছুই ঈশ্বরকে দিয়ে দেয়। সে তার আয় করা টাকা পয়সার উপরে নিযুক্ত একজন কর্মচারীর মত। সে তার সব কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছা মত ব্যবহার করে। সে বলে, "প্রভু এ সবই তোমার, আমিও তোমারই। আমাকে এবং আমার ধন-সম্পত্তি সবই তোমার ইচ্ছামত ব্যবহার কর।" এটিই ধনাধ্যক্ষতা। একজন কর্মচারী তার প্রভুর অধীন। তার নিজের কিছুই নেই। সে তার প্রভুর ধন-সম্পত্তি দেখাশুনা করে। প্রভুর আদেশ মতই সে তা ব্যবহার করে। কর্মচারী নিজের জন্য চিন্তা করে না, কারণ সে জানে তার প্রভুই তাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেবেন। সে জানে যে প্রভুর ধন-সম্পত্তি তার নিজের ধন-সম্পত্তির চেয়ে অনেক, অনেক বড়। তাই সে যদি বিশ্বস্তভাবে কাজ করে তবে কোন অভাবই তার থাকবে না। খ্রীষ্টের দ্বারা বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগানোর এক সুন্দর ছবি আমরা এখানে দেখতে পাই। আমাদের প্রভু আমাদের যত্ন নেন। তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেন। কিন্তু এর বদলে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমাদের এমন কর্ম্মচারীদের মত হতে হবে যারা অতি যত্নের সংগে প্রভুর টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি তদারক করে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের, তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, টাকা-পয়সাও তাঁরই সৃষ্টি।

তাই যে বিশ্বাসী ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর গৌরবের জন্য সবকিছুর চেয়ে বেশী চেষ্টা করে, তাকে "ভরণ পোষণের" জন্য ভাবতে হয় না। সে ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রশংসা করে জীবন কাটায়। ঈশ্বর নিজেই এমন একজন বিশ্বাসীর দেখা শোনা করেন ও যত্ন নেন।

প্রার্থনা ও উপাসনাকে একজন বিশ্বাসীর জীবন থেকে আলাদা করা যায়না। আমরা যদি উপযুক্তভাবে প্রার্থনা করি তবে তা আমাদের চিন্তা-ধারাকে বদলে দেবে। আমরা তখন নিজেদের প্রয়োজন নিয়ে চিন্তা করবনা। আমরা যদি ঈশ্বরের রাজ্যের চেষ্টা করি তবে তিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবেন।

১৭) বিশ্বাসীকে কি ভাবে ধন-সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী বলা যায়?... ... ...

... ...

পরীক্ষা—৭

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।

১) আমরা না চাইলে ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দেন না কেন?... ... ...

... ...

২) কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবার সময় আমাদের কোন্ দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে?... ... ...

... ...

৩) "দান করবার দানটি' ব্যবহার করবার জন্য অনেক প্রার্থনার দরকার হয় কেন?

... ...

... ...

৪) বিশ্বাসীরা কিভাবে ফরীশীদের চেয়ে বেশী ধার্মিক হাতে পারে ...

... ...

৫) টাকা পয়সার ব্যবহার দ্বারা কিভাবে আমাদের আত্মিক জীবনের পরীক্ষা হয় ? ... ...

... ...

৬) একজন ধনাধ্যক্ষের সম্বন্ধে তিনটি বিষয় লিখুন।

... ...

... ...

৭) উপযুক্তভাবে প্রার্থনা করলে অর্থনৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার কি পরিবর্তন হবে ? ... ...

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর

১) জীবন ধারণের জন্য যা কিছু দরকার খাবার, কাপড়-চোপড়, ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি।

২) ঈশ্বরের ইচ্ছা নেই জেনেও আমরা যখন সেই বিষয় বার বার পেতে চাই।

৩) আমরা চাওয়ার আগেই ঈশ্বর জানেন আমাদের কি প্রয়োজন।

৪) লোকটি প্রার্থনায় তার প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র চাচ্ছে, ঈশ্বরকে চাচ্ছে না।

৫) কারণ, তারা যীশুকে চায় নি, শুধমাত্র রুটি খেতে চেয়েচিল।

৬) ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা

৭) ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্য

৮) ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) সত্য

৯) সেগুলির সঠিক ব্যবহার জানবার জন্য।

১০) না। ধনী হওয়া পাপ নয়। তবে ধনী লোকদের সতর্ক হতে হবে যেন তারা মন্দ উপায়ে টাকা আয় না করে, আর তারা যেন স্বার্থপর না হয়।

১১) নিজেকে তাকে ঈশ্বরের একজন দাস মনে করতে হবে। ঈশ্বর তাকে যে ধন-সম্পত্তি দিয়েছেন তা তাঁর রাজ্যের কাজে ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন, এই মনোভাব তার থাকতে হবে।

১২) খ্রীষ্ট যখন আমাদের সব কিছুর প্রভু হন, তখন আমরা তাঁর আদেশ মত দান করতে পারি।

১৩) টাকা-পয়সার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা থেকে।

১৪) গ) তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন।

১৫) খ) আইন বা ব্যবস্থা দেওয়ার আগেই যাকোব দশমাংশ দিয়েছেন।

১৬) খ) ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে দান করে।

১৭) তার কাজ হোল প্রভুর উপাসনা করা এবং তাঁর আদেশ মেনে চলা, এবং তার ভরণ পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগানোর ব্যাপারে প্রভুর উপর নির্ভর করা। তার নিজের ও তার ধনসম্পত্তির উপর সে কোন দাবী করে না বরং সেগুলি ঈশ্বরের মনে করে সেইমত তত্ত্বাবধান করে।